বিমান মাশুল প্রতিকপি : ত্রিপুরা, অসম ১ টাকা।
সংবাদ প্রতিদিন, বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৪

সিদ্ধিদাতার অনুপ্রেরণায়

ফাদার ফেলিক্স রাজের উজ্জ্বল কর্মজীবনের শুরুয়াত ১৯৮৪ নাগাদ, কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অর্থনীতির 'লেকচারার' হিসাবে। তাঁর দীর্ঘ ৫০ বছরের অভিযাত্রা পরিপূর্ণ অজস্র কীর্তি ও সাফল্যে।

ফাদার ফেলিক্স রাজ

ঐতিহাসিক ইভেন্টে নিরাপত্তা এবং মিডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। ১৯৯৭ সালে তিনি নেতৃত্বের দায়িত্বে আসীন হন, 'মর্নিং কমার্স' বিভাগের উপ-প্রধান হিসাবে, যে-দায়িত্বে তিনি ১২ বছর নিযুক্ত ছিলেন।

এর আগে, ১৯৯৬ সালে, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের রেক্টর হিসাবে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, যে-পদে ছ'বছর দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে এই কলেজে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ রেক্টর। ২০০৯ সাল থেকে অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর পরবর্তী মেয়াদ শুরু হয়, যা এই কলেজকে নতুন এক বিকাশের সোপান দেয়— যা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের 'দ্বিতীয় জন্ম' হিসাবে পরিচিত।

২০১০ সালে, অধ্যক্ষ হিসাবে, তাঁর প্রথম বছরেই, ফাদার ফেলিক্স রাজ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন করেন, যেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং।

ফাদার ফেলিক্স রাজের নেতৃত্বে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ১০০ বছরেরও পুরনো ভবনটির পুনরুদ্ধার ও সংস্কার সম্ভব হয়েছে, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে এবং সুবিধাগুলিও বাড়ানো হয়েছে। কলেজের হস্টেলটি স্থানান্তরিত করা হয়েছে বেকবাগানে। এর সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিভাগেও সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন এসেছে।

ফাদার ফেলিক্সের তত্ত্বাবধানেই রাজ হস্টেল ভবনের জন্য একটি অতিরিক্ত তলা নির্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহের আয়োজনও হয়েছে। একইসঙ্গে সেখানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে সিএসআর ফান্ডের সাহায্যে, যা ২৫ কিলোভোল্ট পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদনে সক্ষম।

ফাদার ফেলিক্সের উদ্যোগেই যুগান্তকারী 'কলেজ টু ভিলেজ, ভিলেজ টু কলেজ' প্রকল্পটি সম্ভবপর হয়েছে ২০০৫ সাল থেকে, যার মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রামীণ উন্নয়নের সংযোগের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই প্রকল্পটি গ্রামের উন্নতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে জ্ঞানের মন্দিরে মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায়, যা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের পরিচায়ক।

'প্রয়াস'-এর কথা নিশ্চয়ই রাজ্যবাসীর কাছে অজানা নয়। এই উদ্যোগকে আমরা 'এক টাকার বিপ্লব' হিসাবেও চিনি। এই উদ্ভাবনী প্রয়াসটি শিক্ষার্থীদের দৈনিক এক টাকা অনুদানের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এই সীমিত অথচ শক্তিশালী অংশগ্রহণ শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন দিশা এনেছে। ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভরা তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে শহর এবং গ্রামের অন্তর্বর্তী সংস্কৃতি, শিক্ষাগত ব্যবধান তো ঘুচিয়েছে বটেই, একইসঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অবকাশেও বিস্তার ঘটিয়েছে।

শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক-গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়িত করতে উদ্যোগী এই 'প্রয়াস', যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামের মধ্যে সহযোগী বিকাশের রাস্তা প্রশস্ত করেছে। এর মাধ্যমেই ঘটেছে সাংস্কৃতিক বিনিময়;সামাজিক দায়িত্ব এবং সামগ্রিক উন্নয়নের পথেও উৎসাহিত করেছে এই আয়োজন। এই বহুমুখী প্রকল্পটি ব্যাপক সুবিধা প্রদান করেছে, যা আদপে জাতীয় স্তরে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া উচিত।

শিক্ষাগত উৎকর্ষের প্রতি ফাদার ফেলিক্স রাজের প্রত্যয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের পথে নিয়ে গিয়েছে। তিনি কলেজে 'পিএইচডি' বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন, যা গবেষণা এবং শিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কলেজে তিনি নতুন নতুন স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিস্তৃত স্পেশালাইজেশনের সুযোগ পাচ্ছে।

২০১৩ সালে, তৎকালীন রাজ্যপাল, ফাদার ফেলিক্স রাজকে তাঁর অভিনব শিক্ষামূলক চিন্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ চার বছর এই পদে কাজ করেছিলেন তিনি। তাঁর ৫০ বছরের অভিযাত্রা এমন অগণিত সম্মানে পরিপূর্ণ— যার মধ্যে যথাক্রমে ২০১৪ ও ২০১৬ সালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে 'বঙ্গভূষণ' ও 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। এই সম্মাননা তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র ও সামাজিক সেবায় অবিচল প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন করে, যা কলকাতা এবং তার বাইরে বৃহত্তর বঙ্গ সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে।

কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অনুদানে ২০১৪ সালে নির্মিত বেকবাগানে টুইন হস্টেল এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের রাঘবপুরে গ্রামীণ ক্যাম্পাসটিও তিনি উদ্বোধন করেন। এই ক্যাম্পাসে ৭০০ জন শিক্ষার্থীকে পড়াশোনার সুযোগ দিয়ে চলেছে। এর পরের বছরই, অর্থাৎ ২০১৫ সালে, 'ইএমএমআরসি' (এডুকেশনাল মাল্টিমিডিয়া রিসার্চ সেন্টার) প্রতিষ্ঠানটি তিনি পার্ক সার্কাস থেকে ইএম বাইপাসে স্থানান্তরিত করেন, যা শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণের সুবিধাগুলি বাড়িয়ে তোলে।

ফাদার ফেলিক্স রাজের কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ সাফল্য নিঃসন্দেহে, ২০১৭ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা; যা উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী এল. এন. মিত্তল। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়, ফাদার ফেলিক্স রাজ ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছিলেন, যেখানে অধিকাংশ অবদানই প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের থেকে এসেছিল। বর্তমানে এই সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় ৪,২০০ শিক্ষার্থীকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

এই অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে ফাদার ফেলিক্স রাজ জোর দিয়েছেন— বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশিষ্ট পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করে ফেলতেই হবে। যার জন্য অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকা প্রয়োজন— এর মধ্যে রয়েছে ২৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এ বছরের জানুয়ারি মাসে 'জেসুইট' হিসাবে সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তির সময়কালে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফাদার ফেলিক্স রাজ-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন— এই মাইলফলকটি আপনার উজ্জ্বল কর্মজীবনে আপনার নিষ্ঠা ও অবিচল প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন করে। সেন্ট জেভিয়ার্সে আপনার দীর্ঘ এবং অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব উদ্দীপনা ও আবেগের সাক্ষরমণ্ডিত, যা এই প্রতিষ্ঠানকে সারা ভারতের অহংকার করে তুলেছে। কলকাতা প্রভিন্সের ১৫০ জন জেসুইট, আগামী ১৫ নভেম্বর, সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র হতে চলেছেন, তাঁরা রেভারেন্ড ফাদার ফেলিক্স রাজের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে শামিল হবেন।

(মতামত নিজস্ব)

লেখক সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জেভিয়ার ল' স্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও গণ পরিষেবাবিদ্যার অধ্যাপক